বিদ্যাতীর্থের স্মৃতিদীপ্তিতে স্বামী শিবময়ানন্দজী

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদ

বিদ্যাতীর্থের স্মৃতিদীপ্তিতে স্বামী শিবময়ানন্দজী

বিদ্যাতীর্থের স্মৃতিদীপ্তিতে স্বামী শিবময়ানন্দজী

।। প্রধান সম্পাদনা ।।

তপন কুমার ঘোষ

।। সম্পাদকমণ্ডলী ।।

নিত্যনিরঞ্জন কুণ্ডু, বিশ্বনাথ দাস, স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ,
স্বামী আত্মস্বরূপানন্দ, গৌতম মুখোপাধ্যায়, অভিজিৎ মাইতি

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদ

বেলুড়মঠ, হাওড়া ৭১১ ২০২

প্রকাশক : সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদ
বেলুড়মঠ, হাওড়া ৭১১ ২০২
e-mail : alumnividyamandira@gmail.com

© রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদ

প্রথম প্রকাশ : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : সৌমেন দাস

মুদ্রণ : সৌমেন ট্রেডার্স সিণ্ডিকেট
৯/৩ কে. পি. কুমার স্ট্রিট
বালি, হাওড়া ৭১১ ২০১

মূল্য : ₹ ৩৫০.০০

ঃ প্রকাশকের কথা ঃ

দিব্যত্রয়ীর কৃপায় 'রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদ'-এর উদ্যোগে প্রকাশিত হ'ল রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রয়াত সহসঙ্ঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শিবময়ানন্দজীর স্মৃতি সঞ্চয়ন। দীর্ঘ সাধুজীবনের নানা পর্বে পূজ্যপাদ মহারাজ রামকৃষ্ণ মিশনের নানা শাখাকেন্দ্রে বিভিন্ন গুরুদায়িত্ব পালন করলেও রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল একটু বিশেষ ধরনের। সহাধ্যক্ষ, অধ্যক্ষ এবং পরবর্তীকালে সম্পাদক হিসেবে বিদ্যামন্দিরের সঙ্গে তাঁর ছিল বহুমাত্রিক নিবিড় সংযোগ। উত্তরজীবনেও এই সংযোগ তিনি সাগ্রহে ও সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। নবপর্যায়ে প্রাক্তনী পুনর্মিলন শুরু হয় তাঁরই উদ্যোগে। আজকের প্রাক্তনী সংসদ যে মহারাজের দূরদৃষ্টি ও কল্যাণচিন্তার ফলশ্রুতি, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এই স্মৃতি সঞ্চয়ন তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার একটি যৎসামান্য বহিঃপ্রকাশ। প্রকাশিত এই স্মৃতি সংকলনটি মূলত বিদ্যামন্দিরকেন্দ্রিক হলেও আলোচনাসূত্রে তাঁর অন্যতর সংযোগের কথাও এসেছে স্বাভাবিক ভাবেই।

পূজনীয় মহারাজের প্রয়াণের অব্যবহিত পরেই গত বছর জুলাই মাসে আন্তর্জালিক মাধ্যমে মিলিত হয়ে প্রাক্তনী সংসদের সদস্যরা মহারাজের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং যথাযোগ্য মর্যাদায় তাঁর স্মৃতি সংরক্ষণের পরিকল্পনাও গ্রহণ করেন। গঠিত হয় একটি বিশেষ উপসমিতিও। এই বাবদ একটি তহবিল গঠনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। আমরা গর্বের সঙ্গে জানাতে চাই যে প্রাক্তনীদের উদ্যোগ ও অর্থসহায়তায় এই তহবিল আমাদের আগামী দিনের কাজের স্পৃহা অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে।

প্রাক্তনী সংসদের বর্তমান সভাপতি তপনকুমার ঘোষকে প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব দিয়ে নবীন-প্রবীণের সমাহারে একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করা হয় স্মৃতি সঞ্চয়ন প্রকাশের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য। করোনা আবহের মধ্যেই লেখাসংগ্রহ ও প্রেসের কাজ শুরু হয়ে যায়। আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে অনেকেই তাঁদের স্মৃতির অঞ্জলি নিবেদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। সুদীর্ঘ প্রায় একটি বছরের নিরবচ্ছিন্ন উদ্যোগ আজ পূর্ণতা পেল। এই উপলক্ষে সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমাদের এই উদ্যোগে বিদ্যামন্দির কর্তৃপক্ষের সর্ববিধ সহযোগিতা পাওয়া গেছে। বিদ্যামন্দির তথা সারদাপীঠের বর্তমান সম্পাদক ও প্রাক্তনী সংসদের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দজী নানাভাবে তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করেছেন। আলোকচিত্র বিভাগটির জন্য কয়েকজন প্রাক্তনী ছবি পাঠিয়েছেন। মহারাজের দুর্লভ কিছু ছবি পাঠিয়েছেন শ্রী অনুপ গুপ্ত মহাশয়। তাঁকে আমাদের বিশেষ ধন্যবাদ জানাই।

মুদ্রণ সংস্থা সৌমেন ট্রেডার্সকে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভুলত্রুটি কিছু থাকবেই। আশা করি সুধী পাঠক সেগুলি মার্জনা করবেন। তাঁদের সমাদর পেলেই আমাদের সকল পরিশ্রম সার্থক হবে।

শুভেন্দু মজুমদার

সম্পাদক

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদ

ঃ ভূমিকা ঃ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পূজ্যপাদ সহসঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী শিবময়ানন্দজী মহারাজের মহাপ্রয়াণ হয়েছে গত ২০২১-এর ১১ জুন। তারপর নানাস্তরে নানাভাবে তাঁর জীবন ও কর্মের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে। তাঁর অগণিত ভক্ত, শিষ্য, অনুরাগী এবং ছাত্রের মধ্যে তাঁকে নিয়ে ক্রমবর্দ্ধমান আলোচনা এবং চর্চা সেই প্রাচীন প্রবাদের সারবত্তাকে সপ্রমাণ করছে— 'পুড়বে সাধু উড়বে ছাই, তবেই সাধুর গুণ গাই'।

তাঁর অলোকসামান্য জীবনে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে যে আলোকসম্পাত হচ্ছে তাতে নানা বর্ণে বিচ্ছুরিত হয়ে উঠছে তাঁর সমুজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। কত প্রীতি, ভালবাসা, আর্তের বেদনায় কত নিরুচ্চার সহৃদয় প্রচেষ্টা, দীনদরিদ্রের দুঃখ মোচনে কত না সাগ্রহ নীরব দাক্ষিণ্যের অজানা কাহিনীর বিবরণ আজ জানা যাচ্ছে নানা সূত্রে। যত দিন যাচ্ছে ততই যেন বিচিত্র বর্ণমালায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছেন তিনি।

পূজ্যপাদ মহারাজের বহুধা বিস্তৃত কর্মময় জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং ঘটনাবহুল পর্ব কেটেছে স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্নসম্ভূত প্রতিষ্ঠান, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম কলেজ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরে। এই কলেজে সহাধ্যক্ষ হিসাবে তিনি প্রথমে স্বামী তেজসানন্দজী এবং পরবর্তী কালে স্বামী প্রভানন্দজীর সঙ্গে কাজ করেছিলেন বছর তিনেক। তারপর দুটি পর্বে অধ্যক্ষ হিসেবে বিদ্যামন্দিরের সেবা করেছেন আট বছর। আরো প্রায় পনেরো বছর পরে তিনি বছর দুয়েক বিদ্যামন্দিরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সারদাপীঠের সম্পাদক হিসেবে। ফলত সব মিলিয়ে বিদ্যামন্দিরের সঙ্গে তাঁর সংযোগ একটি যুগেরও বেশি সময়ের। প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিদ্যামন্দির এবং

বিদ্যামন্দিরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই নানা কারণে পূজ্যপাদ মহারাজকে কোনদিনই ভুলতে পারবে না। তাঁর বহুমুখী বৈচিত্র্যময় কর্মজীবনে বিদ্যামন্দির যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে থেকেছে বরাবর সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। নকশাল আমলে ছাত্র আন্দোলনের বিভীষিকাময় অনিশ্চিত দিনগুলিতে সুযোগ্য নেতৃত্ব দানের মাধ্যমে বিদ্যামন্দিরের তরণীটি সঠিক দিশায় চালিত করে, কলেজের প্রবল আর্থিক সংকটের সমাধানে নিরন্তর প্রয়াসী হয়ে, পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে নানাবিধ উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করে, বিদ্যামন্দির পরিবারকে সুসংহত করে এবং বিদ্যামন্দিরের পুরণো ছাত্রদের বিদ্যামন্দিরের সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে আবদ্ধ করে তিনি ঐতিহাসিক ভাবে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন এবং থাকবেনও।

শেষোক্ত ভূমিকাটি আমাদের পক্ষে খুবই প্রাসঙ্গিক। প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দজীর সময় থেকেই বিদ্যামন্দিরে পুরণো ছাত্রদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার বিশেষ প্রয়াস আমরা লক্ষ্য করেছি। খুব নিয়মিত না হলেও মাঝে মাঝে অনুষ্ঠিত হত প্রাক্তনী পুনর্মিলন উৎসব। বিদ্যামন্দিরের রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপনের অঙ্গ হিসেবে ১৯৬৭-র ১ জানুয়ারিতে বিপুল উৎসাহের সঙ্গে আয়োজিত হয়েছিল প্রাক্তনী পুনর্মিলন। নানা কারণে তারপর আসে এক দীর্ঘ বিরতির পর্ব।

বিদ্যামন্দিরে নতুন করে পুনর্মিলন উৎসব আয়োজনের জন্য অত্যন্ত সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছিলেন শিবময়ানন্দজী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সেই সময়ে বিদ্যামন্দিরে অধ্যাপনারত কয়েকজন প্রাক্তনী। ছিন্নসূত্রটি উদ্ধারের কাজ আদৌ সহজসাধ্য হয়নি। সব বাধাবিপত্তি পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত ১৯৭৫-সালে দীর্ঘ প্রায় একটি দশকের বিরতির পর বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গণ আবার মুখর হয়ে উঠল অগণিত প্রাক্তনীর কোলাহলে। কেবল ছাত্র নয়, যোগ দিলেন তাঁদের পরিবার-পরিজন, প্রাক্তন অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মী, ছাত্রাবাসকর্মী ও সাধু ব্রহ্মচারিবৃন্দ। সেই থেকে চলছে পুনর্মিলনের পরম্পরা এবং সমারোহ, নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে। এবছরেই সাতাশে মার্চ অতিমারীর ভ্রূকুটি উড়িয়ে

বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল সাতাশতম পুনর্মিলন উৎসব। সেই অনুষ্ঠান মঞ্চে, পারস্পরিক আলাপচারিতায় সশরীরে না থেকেও শিবময়ানন্দজী ছিলেন স্মরণের কেন্দ্রবিন্দুতে।

ইতিপূর্বে ১৯৮৭-তে গঠিত হয়েছে প্রাক্তনীদের একটি স্থায়ী সংগঠন, 'রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদ'। প্রাক্তনীদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ দৃঢ়তর করতে, সম্ভাব্য সর্বপ্রকারে বিদ্যামন্দিরের অগ্রগতির শরিক হতে এবং সার্বিক সামাজিক কল্যাণে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে এই সংসদ বিগত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে নিরন্তর কাজ করে চলেছে। এই সব উদ্যোগে শিবময়ানন্দজীর আগ্রহ ও উৎসাহের কথা স্মরণ করে সংসদ সর্বদাই কৃতজ্ঞ এবং অনুপ্রাণিত বোধ করে।

মহারাজের প্রয়াণের পর এক আন্তর্জালিক সভায় মিলিত হয়ে প্রাক্তনী সংসদ তাঁর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করে। সেখানেই স্থির হয়, পূজনীয় মহারাজের স্মৃতি যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবে প্রাক্তনী সংসদ। সেগুলির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হল মহারাজের একটি স্মৃতিসংকলন প্রকাশ করা যা হবে মূলত বিদ্যামন্দির-কেন্দ্রিক। আমাদের এই সংকলনগ্রন্থটি সেই উদ্যোগেরই ফলশ্রুতি। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্যে এভাবেই তাঁর চরণে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদনে প্রয়াসী হয়েছি।

পূজ্যপাদ মহারাজের বিদ্যামন্দির পর্বে তাঁর সঙ্গ করেছেন, বিদ্যামন্দির পরিবারের এমন নানা বর্গের সদস্যের কাছে আমরা লেখা চেয়ে পাঠাই। এঁদের মধ্যে মহারাজের সন্ন্যাসী সহকর্মী, প্রাক্তন শিক্ষক ও ছাত্রেরা যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন কয়েকজন শিক্ষাকর্মীও। এ বিষয়ে প্রধান সমস্যা ছিল এই যে বিদ্যামন্দির পর্বে মহারাজের ঘনিষ্ঠ সহকারীদের অনেকেই আজ আর নেই বা লেখার মত অবস্থাতে নেই। শিক্ষাকর্মীদের ক্ষেত্রে এ কথা সবিশেষ সত্য। সমস্যা আরো ছিল। করোনাকালের নানা বিধিনিষেধ আমাদের পারস্পরিক যোগাযোগ এবং কাজের গতি কিছুটা মন্থর করে দেয়। তৎসত্ত্বেও

আমরা শেষ পর্যন্ত বেশ কিছু লেখা পেয়ে যাই এবং মুদ্রণের কাজে এগিয়ে যাই।

বিদ্যামন্দিরের কলেজ ম্যাগাজিন 'বিদ্যামন্দির পত্রিকা'-তে প্রকাশিত মহারাজের দু'টি বাংলা ও একটি ইংরেজি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রণ করে আমরা গঙ্গা জলে গঙ্গাপুজো সেরেছি। এর মধ্যে বাংলায় লেখা 'স্বপ্নের বাস্তবায়ন' এবং ইংরাজিতে লেখা 'Looking back' প্রবন্ধ দু'টি বিদ্যামন্দিরের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল। 'মা' তাঁর চিন্তা ও চেতনায় একান্ত আপন এবং অতিপ্রিয় অনুভব। সংকলনে আছে সে বিষয়ে বিদ্যামন্দির পত্রিকায় প্রকাশিত পূজনীয় মহারাজের একটি প্রবন্ধ।

এই সংকলন গ্রন্থটির জন্য শুভেচ্ছা-বাণী পাঠিয়ে আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করেছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সঙ্ঘাধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বিদ্যামন্দিরে শিবময়ানন্দজীর অধ্যক্ষতা-পর্বের এক বড়ো অংশ জুড়ে সারদাপীঠের সম্পাদক ছিলেন বর্তমান সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজ। তাঁদের দুজনের গভীর ও নিবিড় সম্পর্কও সুবিদিত।

অন্য যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে মঠ-মিশনের বর্তমান সহ-সংঘাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী ভজনানন্দজীকে আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা এবং আনত প্রণাম তাঁর সংক্ষিপ্ত স্মৃতিকথাটি আমাদের সংকলনে দেওয়ার জন্য। শিবময়ান্দজীর উত্তরসূরী বিদ্যামন্দিরের পাঁচজন অধ্যক্ষ তাঁদের স্মরণের ডালি সাজিয়ে দিয়েছেন আমাদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে। মহারাজের একসময়ের ছাত্র, এখন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, এমন চারজন আমাদের সংকলনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। এঁদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিদ্যামন্দিরে ছাত্রজীবন শেষ করে কর্মক্ষেত্র হিসেবে পরবর্তী সময়ে বিদ্যামন্দিরকেই বেছে নিয়েছিলেন, অথবা বিভিন্ন সময়ে সান্মানিক অধ্যাপক হিসাবে যুক্ত ছিলেন বিদ্যামন্দিরের সঙ্গে, এমন ছয়জনের স্মৃতিচারণে ধরা

পড়েছে মহারাজের বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক। আরো পাঁচজন প্রবীণ অধ্যাপক লিখেছেন মহারাজকে নিয়ে। তাঁদের মধ্যে দু'জন আবার পরবর্তীকালে তাঁকে গুরুপদে বরণ করে ধন্য হয়েছেন। আক্ষেপের বিষয়, এই পাঁচজনের মধ্যে একজন, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রবাদপ্রতিম অধ্যাপক এবং মহারাজের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী ইতোমধ্যে আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন।

'বিদ্যামন্দির পরিবার' ধারণাটি সযত্নে লালন করেছিলেন মহারাজ। এই পরিবারে ব্রাত্য নয় কেউ। প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে হাতে হাত রেখে চলতে শিখিয়েছিলেন তিনি। সেই পরম্পরা বিদ্যামন্দির আজও বহন করে চলেছে। সেই সুবাদে দু'জন প্রাক্তন শিক্ষাকর্মীও মহারাজের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

এরপর আসে মহারাজের অগণিত ছাত্রের কথা। তাদের স্মৃতিচারণা থেকে উঠে এসেছে ব্যক্তি হিসেবে তাদের প্রিয় 'প্রিন্সিপ্যাল মহারাজ' শিবময়ানন্দজীর নানা বিচিত্র কথা ও কাহিনী। সেগুলির বিচিত্রতা মহারাজের ব্যক্তিত্বের উদ্ভাসে যে বিশেষভাবে উপযোগী হয়ে উঠবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

সংকলনগ্রন্থটি একান্তভাবে বিদ্যামন্দির-কেন্দ্রিক হলেও আমরা দু'টি লেখা প্রকাশ করেছি, যে দুটির মধ্যে একটির পটভূমি কাটিহার, অন্যটির সারগাছি এবং বেলুড়মঠ। উক্ত দুটি লেখার লেখকদ্বয়কে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

ঘটনাচক্রে আমাদের এই সংকলনটির জন্য নির্বাচিত কয়েকটি লেখা অন্য একটি স্মৃতিগ্রন্থে (অনুপ গুপ্ত সম্পাদিত 'অনন্য এক দিব্য সাধুজীবন : শ্রীমৎ স্বামী শিবময়ানন্দ) প্রকাশিত হয়ে যায়। সে ক'টি লেখাকে আমরা বাধ্য হয়ে 'পুনর্মুদ্রিত' হিসাবে দেখিয়েছি।

কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে মহারাজ যে ডায়েরি লিখতেন, তার একটু অংশ আমরা প্রকাশ করেছি। প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দজীর জীবনের

শেষ সময়ের একটি অসাধারণ বর্ণনা আছে সেখানে। আছে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মমুহূর্তের বিবরণও। দু'টি ঘটনাই ঐতিহাসিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শুরুতেই আমরা পূজনীয় মহারাজের একটি নাতিদীর্ঘ অতি সুখপাঠ্য জীবনবৃত্তান্ত অন্তর্ভুক্ত করেছি। দু'টি সহায়ক পুস্তকের উপর ভিত্তি করে এই জীবনীটি সংকলন করেছেন প্রাক্তনী সংসদের কার্যনির্বাহী সমিতির অন্যতম সদস্য অভিজিৎ মাইতি। আশা করি পাঠকরা এই সংক্ষিপ্ত জীবনীটি পাঠ করে সমৃদ্ধ হবেন।

দীর্ঘ প্রায় চার-পাঁচ দশক পরে ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা তৈরি হতে পারে, অনেক সময়ই একই ঘটনার একটু ভিন্নতর বিবরণ পাওয়া গেছে। নকশাল আমলে হামলার কালে বিদ্যামন্দিরের বিপন্ন ছাত্রটিকে উদ্ধারের সাপেক্ষে উল্লেখিত ঘটনার বিবরণে এই বিভিন্নতা বিশেষ ভাবে দেখা গেছে। আমরা সব বিবরণই রেখেছি কেননা ঘটনার অণুপুঙ্খ বর্ণনা নয়, আমাদের বিবেচ্য নিজের জীবন বাজি রেখে আর্তের উদ্ধারে পূজনীয় মহারাজের অকুতোভয়ে এগিয়ে যাওয়া।

বিদ্যামন্দির এবং প্রাক্তনী সংসদ নিজ নিজ অস্তিত্বের সাপেক্ষে পূজ্যপাদ শিবময়ান্দজীর ঋণ কোনদিনই পরিশোধ করতে পারবে না। পরিশোধ নয়, এই সংকলন আমাদের ঋণস্বীকারের একটি অকিঞ্চিৎকর প্রয়াস মাত্র। এই প্রচেষ্টায় আন্তরিকতার কোন অভাব ছিল না। এই উদ্যোগে যাঁরা নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সবাইকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ। 'শিব' স্বরূপ তিনি, তাঁর প্রিয় ছাত্র ও সহকর্মীদের অনিচ্ছাকৃত সমস্ত ভুলত্রুটি মার্জনা করবেন, এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ও ভরসা।

তপন কুমার ঘোষ

প্রধান সম্পাদক

Phone PBX:
(033) 2654-5700/5701
Email: president@rkmm.org
Website: www.belurmath.org

**RAMAKRISHNA MATH &
RAMAKRISHNA MISSION**
(The Headquarters)
**P.O. BELUR MATH, DIST. HOWRAH
WEST BENGAL-711202, INDIA**

আশীর্বাণী

আমি জেনে আনন্দিত হলাম যে বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদ স্বামী শিবময়ানন্দের স্মৃতিতে একটি স্মারক গ্রন্থ—'বিদ্যাতীর্থের স্মৃতিদীপ্তিতে স্বামী শিবময়ানন্দজী'—প্রকাশ করতে চলেছে। এই প্রকাশনা বিদ্যামন্দিরের সাথে যুক্ত শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, প্রাক্তনী—যাঁরা স্বামী শিবময়ানন্দের সাথে কাজ করেছেন, তাঁদের লেখায় সমৃদ্ধ। এছাড়াও, স্বামী শিবময়ানন্দের সাধুজীবনের সেবাদান পর্বে সঙ্ঘের অন্যান্য যেসকল শাখাকেন্দ্রে সেবানিরত ছিলেন, সেখানেরও সমসাময়িক পরিচিত ব্যক্তিবর্গের লেখা এই গ্রন্থের আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। এই গ্রন্থ প্রকাশনার উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

স্বামী শিবময়ানন্দ গতবছর ১১ই জুন ২০২১ তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণপদে মিলিত হয়েছেন। তাঁর কর্মজীবন—তাঁর সকল ছাত্র, পরিচিত জন, অনুরাগীদের কাছে অনুপ্রেরণার সাক্ষ্য বহন করে। বহু ছাত্রের জীবনে তিনি ছিলেন আদর্শের প্রতিমূর্তি।

আমরা একসাথে কাজ করেছি দুই-অর্দ্ধে। প্রথম ১৯৭৬ সালের মধ্যভাগ থেকে ১৯৭৯ সালের নভেম্বর পর্যন্ত, যখন আমি ছিলাম রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের সম্পাদকের দায়িত্বে এবং স্বামী শিবময়ানন্দ ছিলেন বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ। তারপর ১৯৯৭ সালের অক্টোবর থেকে ২০০৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত যখন আমি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে আর শিবময়ানন্দ ছিলেন সহকারী সম্পাদক।

সকলকে আকর্ষণ করেছে তাঁর সহজ, সরল ও তপস্যার জীবন, আর্ত ও পীড়িত ব্যক্তিদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা ও সেবা, শাস্ত্রাদি পাঠে অনুরাগ, সাহিত্যচর্চা, সাহসিকতার সাথে কঠিন পরিস্থিতির সমাধান, ইত্যাদি। তিনি বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ থাকাকালীন এবং অন্যান্য কেন্দ্রে সেবারত থাকার সময়ও অনেক কঠিন পরিস্থিতি দক্ষতার সাথে সামলেছেন।

আশাকরি এই গ্রন্থ তাঁর সকল ছাত্র, পরিচিত জন, অনুরাগীদের কাছে এবং সাধারণ পাঠকদের কাছে বিশেষ সমাদৃত হবে। আমি শ্রীঠাকুর-শ্রীমা-শ্রীস্বামীজীর কাছে এই স্মারক গ্রন্থ প্রকাশনার পূর্ণ সাফল্যের জন্য প্রার্থনা জানাই। সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

(স্বামী স্মরণানন্দ)
অধ্যক্ষ

বেলুড় মঠ, ১২/০৮/২০২১
স্বামী নিরঞ্জনানন্দ মহারাজের জন্মতিথি

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা

ভূমিকা

আশীর্বাণী

জীবনদীপের আলো

স্বামী শিবময়ানন্দজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী ১৯

সৃজনমন্দিরে

স্বপ্নের বাস্তবায়ন	স্বামী শিবময়ানন্দ	৪৩
মা	স্বামী শিবময়ানন্দ	৫২

সন্ন্যাসীদের স্মৃতি তর্পণে

শ্রীমৎ স্বামী শিবময়ানন্দজীর স্মৃতিকথা	স্বামী ভজনানন্দ	৫৯
শেষ প্রণাম	স্বামী মেধসানন্দ	৬২
স্মৃতি তর্পণ	স্বামী দেবরাজানন্দ	৬৯
পরম পূজ্যপাদ স্বামী শিবময়ানন্দজী মহারাজের স্মরণে	স্বামী বিমলাত্মানন্দ	৭৩
পূজনীয় স্বামী শিবময়ানন্দজী মহারাজের স্মৃতি	স্বামী দিব্যানন্দ	৮০
স্বামী শিবময়ানন্দজীর পুণ্য স্মৃতি	স্বামী অঘোরাত্মানন্দ	৮৫
স্বামী শিবময়ানন্দজী : স্মৃতি অঞ্জলি	স্বামী ত্যাগরূপানন্দ	৯১
স্মৃতি প্রণাম	স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ	৯৬
শিবময়ানন্দ স্মৃতিতর্পণ	স্বামী একচিত্তানন্দ	৯৯

সহকর্মী-প্রাক্তন ছাত্র – যুগ্ম পরিচয়ে ধন্য তাঁদের স্মরণ-আলোয়

শ্রীমৎ স্বামী শিবময়ানন্দজী — একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি	নিত্যনিরঞ্জন কুণ্ডু	১০৭
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ	স্বপন কুমার চক্রবর্তী	১১৭
আমার অধ্যাপনা জীবনের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী শিবময়ানন্দের স্মরণে	দীপক ঘোষ	১২৬
স্বামী শিবময়ানন্দ — এক সু-উচ্চ ব্যক্তিত্ব	অশোক কুমার মল্লিক	১৩৩
স্মরণে মননে স্বামী শিবময়ানন্দজী	তপন কুমার ঘোষ	১৪০

অধ্যাপক-সহকর্মীদের স্মৃতি প্রদীপে

শ্রদ্ধাঞ্জলি - স্বামী শিবময়ানন্দ স্মরণে	গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী	১৪৭
স্বামী শিবময়ানন্দ স্মরণে	শচীন্দ্র কুমার বক্সী	১৫১
আমার বন্ধু স্বামী শিবময়ানন্দ	রাখাল চন্দ্র নাথ	১৫৪
আমার গুরু : স্বামী শিবময়ানন্দজী	পিনাকী প্রসাদ ভট্টাচার্য	১৫৬
স্বামী শিবাময়ানন্দজী মহারাজের স্মৃতির সরণি বেয়ে	রাসবিহারী সাহু	১৫৮

শিক্ষাকর্মীদের স্মরণে

স্বামী শিবময়ানন্দজীর স্মরণে দু'চার কথা	অমিয় রায়	১৬৫
ফেলে আসা কিছু সুখস্মৃতি	মানিক সরকার	১৬৭

প্রাক্তনীদের দিব্য-পুণ্য স্মৃতি দীপ্তিতে

আমাদের রণেন মহারাজ : কিছু স্মৃতি, কিছু উপলব্ধি	বিশ্বনাথ দাস	১৭৩
শিব থেকে শিবময়ানন্দ : বৈরাগ্যই সাধ ও সাধনা	রামকুমার মুখোপাধ্যায়	১৮১
স্বামী শিবময়ানন্দ মহারাজ – এক অজানা সাধু	দুর্গাদাস গোস্বামী	১৮৪

অন্য মুখ	অসীম কুমার	১৯০
রণেন মহারাজ স্মরণে	বাসুদেব সরকার	১৯৫
স্মৃতিপটে স্বামী শিবময়ানন্দ	উমেশচন্দ্র অধিকারী	১৯৮
'লাভ্ অ্যাট ফার্স্ট সাইট'	বিশ্বজিৎ দাস	২০২
আমার অধ্যক্ষ স্বামী শিবময়ানন্দজী মহারাজ	উজ্জ্বল কুমার সিনহা	২০৮
দুষ্টু ছেলেরা এবং রণেন মহারাজ	অমিত রায়	২১৬
স্মৃতির সরণি বেয়ে	গৌতম ঘোষ	২২৩
আটাত্তরের কলমে		২৩১
চরণরেখা তব	গৌতম রায়	২৩৪
স্মৃতি কথা	মনোজ কুমার ভট্টাচার্য্য	২৩৬
স্মৃতিমন্দিরে স্বামী শিবময়ানন্দজী	সৌম্যজিৎ চট্টরাজ	২৩৮

ভিন্ন কর্মক্ষেত্রের সাক্ষী যাঁরা

অশ্রুনদীর তীরে	সমরেন্দ্রনাথ চৌধুরী	২৪৫
বিদগ্ধ এক সন্ন্যাসী মহারাজের সান্নিধ্যে	অসিত কুমার চট্টোপাধ্যায়	২৫৪

ENGLISH SECTION

Looking Back	Swami Shivamayananda	259
Sacred Memories of Swami Shivamayanandaji	Swami Atmapriyananda	264
My memoir with revered Swami Shivamayanandajee Maharaj	Tarak N Datta	282
From the diary entries of Revered Swami Shivamayanandaji Maharaj		286

আলোকচিত্রে পূজ্যপাদ মহারাজ ঃ সময়ের পথ ধরে

··· ● ···